মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

নির্বাচিনি পরীক্ষা বিষয়ে অনুসরণীয় বিষয় সমূহ
বিষয়:   বাংলা প্রথম   সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি।

প্রিয় শিক্ষার্থী
নির্বাচনি পরীক্ষা পাঠ্যসূচিতে যত বিষয় আছে সব বিষয়কে নিয়ে এখন ভাবতে হবে।
তোমরা জানো, সাহিত্য পাঠ গদ্য ও কবিতার সাথে আছে সহপাঠ নাটক ও উপন্যাস। গদ্য আছে ১২ টি বিষয়, কবিতা আছে ১২ আর নাটক ১ উপন্যাস ১, এ সব বিষয় হতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ৩০ আর সৃজনশীল ৭ টির উত্তর করতে হবে। সময় ৩ ঘণ্টা   ।

তোমাদের ভাল ফলাফলের জন্য করণীয় নির্ধারণ জরুরি।
আমার নির্দেশনা হল:

#লেখকের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে জানা
#লেখক পরিচিতি ভাল করে আত্মস্থ করা
পাঠ বিষয়ে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ধারণা নেয়া
#শব্দার্থ ও টীকাগুলো পুরোপুরি মুখস্থ রাখা
#পাঠ পরিচিতি বারবার পড়া।

লেখকের প্রকাশনা বিষয়ে একটা তালিকা তৈরি করে নেবে।
প্রতিটি বিষয় পড়তে পড়তে ভাল লাগা অংশগুলো নিচে দাগ দিয়ে রাখবে।

#ভীষণ জরুরি :   মনযোগ সহকারে পাঠ ।
সময় নির্ধারণ করে পাঠ এগিয়ে নেয়া আরো বেশি জরুরি, নইলে পাঠ এগোয় না

"বিড়াল" রচনার উৎস

"কমলাকান্তের দপ্তর" হতে নেয়া হয়েছে। বঙ্কিমের রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন " কমলাকান্তের দপ্তর" তিন অংশে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে , তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা   " বিড়াল " ।

এবারে কিছু জ্ঞানমূলক নমুনা উপস্থাপন করছি:
বিষয়:   বিড়াল, রচয়িতা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ --১৮৯৪)
----------=---------------=--------------=--------------=-------------=-----------

> ওয়াটারলু যুদ্ধ কতসালে সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর: ১৮১৫ সালে সংঘটিত হয়।

> সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত করি উন্নতি নাই?
উত্তর: সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

> কাকে ইতোপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়েছে বলে কমলাকান্ত মনে করল?
উত্তর: ডিউক মহাশয়কে।

> চোর অপেক্ষা শতগুণে দোষী কে?
উত্তর: কৃপণ ধনী

> কমলাকান্ত বিড়ালকে কার লেখা বই উপহার দিতে চেয়েছিল?
উত্তর: নিউমান ও পার্কারের লেখা   বই।

> বৃদ্ধের নিকট কী হতে পারলে বিড়ালের পুষ্টি হয়?
উত্তর : বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর হতে পারলে বিড়ালের পুষ্টি হয়।

> সুবিচারক এবংী সুতার্কিক কে?
উত্তর: বিড়াল

> বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব কার?
উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর

> বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর : দুর্গেশনন্দিনত্িধ

> বঙ্কিমচন্দ্রয চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম শিল্প সার্থক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর : কপালকুণ্ডলা
নx

বানান সতর্কতা
===========

ক্ষুৎপিপাসা, বাঞ্চনীয়, চতুষ্পদ, পাষাণবৎ, মূলীভূত, জ্ঞানোন্নতি, সঞ্চয়, পরিতৃপ্ত, চঞ্চল, ঠেঙ্গা, সতরঞ্চ, কস্মিনকাল, শ্লেষাত্মক, উচ্ছিষ্ট, নিষ্পেষিত, নিমীলিত, অন্ধকার, শিরোমণি, দূরদর্শী, পর্যুদস্ত, উদরসাৎ, বিশৃঙ্খলা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম:
<u>উপন্যাস</u>

দুর্গেশনন্দিনী   ১৮৬

কপালকুণ্ডলা   ১৮৬৬

মৃণালিনী   ১৮৬৯

বিষবৃক্ষ ১৮৭৩

রজনী ১৮৭৭

কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮

আনন্দমঠ ১৮৮২

দেবী চৌধুরাণী ১৮৮৪

সীতারাম ১৮৮৭

প্রবন্ধ:

লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন, শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

পুরস্কারও সম্মাননা:

"সাহিত্য সম্রাট" সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া।
"ঋষি" ---- হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্মাননা।

<><><><><><>

±••• কয়েকটি জ্ঞানমূলক ও অনুধাকনমূলক প্রশ্ন
বিষয়: "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" ।

জ্ঞানমূলক

> ইন্দ্রের অপর নাম কী?
বাসব

> লক্ষ্মণের অপর নাম কী
সৌমিত্রি

> "স্থাণু " অর্থ কী?
নিশ্চল

>লক্ষ্মণের মায়ের নাম কী?
সুমিত্রা

> রাবণের মধ্যম সহোদর কে?
কুম্ভকর্ণ

> মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমরকীর্তি কোনটি?

মেঘনাদবধ কাব্য

> "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কোন ছন্দে রচিত?
১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের নমুনা
===================

= "স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে"--ব্যাখ্যা করো
=   মেঘনাদ গুণহীন স্বজনকে শ্রেয় বলেছেন কেন?
=   বিভীষণ লঙ্কার রাজ্যকে পাপপূর্ণ বলেছেন কেন?
=   বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বনের কারণ ব্যাখ্যা করো।
= `চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে `---পঙক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
=   মেঘনাদ অন্যায় যুদ্ধে যেতে চায় কেন?
=   মেঘনাদ যজ্ঞ পালন করেছিল কেন?

এবারে একটা উদ্দীপক এর প্রশ্ন ও উত্তর এর নমুনা।

@ পলাশি যুদ্ধের নায়ক সিরাজউদ্দৌলা । বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর যখন দেশের স্বাধীনতা বিক্রিতে ব্যস্ত , দেশপ্রেমিক সিরাজ তখন দেশের স্বাধীনতা বাঁচাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । দেশের জন্য , দেশের মানুষের জন্য জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন ; তিনি দেশপ্রেমিক বীর।

ক) "জীমুতেন্দ্র" শব্দের অর্থ কী?
খ) "প্রফুল্ল কমলে কীটবাস?" বুঝিয়ে দাও।
গ) উদ্দীপকের দেশপ্রেমিক নায়ক সিরাজউদ্দৌলা "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতার কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে।
ঘ) `যারা প্রকৃতই  দেশপ্রেমিক, তারা তেশের তরে অকাতরে যুদ্ধ করেন`--- মন্তব্যটি উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ক) "মেঘের ডাক"কে জীমূতেন্দ্র বলা হয়।

খ)   লঙ্কার পবিত্র নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে চোরের মতো প্রবেশ করেছে লক্ষ্মণ, আর তাই লক্ষ্মণের অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মেঘনাদ পিতৃব্য বিভীষণকে এ কথাটি বলেন।

লঙ্কাপুরীর পবিত্রতম স্থান নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে চোরের মতো প্রবেশ করেন লক্ষ্মণ। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন রাবণের ছোট ভাই ঘরের শত্রু বিভীষণ । প্রস্ফুটিত পদ্মে কীট প্রবেশ করলে পদ্মফুলের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা যেমন বিনষ্ট হয় কলঙ্কিত হয় , লক্ষ্মণের প্রবেশও পদ্মফুলের মতো পবিত্র সুন্দর স্থান নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে যজ্ঞারের অবস্থাও তাই হয়েছে বলে মেঘনাদ মন্তব্য করেছেন। "প্রফুল্ল কমলে কীটবাস" বলতে তাই বোঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের সিরাজউদ্দৌলা `বিভীষণের প্রতি মকিz ঘনাদ` কবিতার মেঘনাদকে নির্দেশ করেদে

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ কবিতায় মেঘনাদের গভীর দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। চাচা কুম্ভকর্ণ এবং ভাই বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদ সেনাপতি নির্বাচিত হন। । রাম -লক্ষ্মণ মেঘনাদের রাজ্যে আক্রমণ করলে অনিবার্য যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে । রাম লক্ষ্মণের হাত থেকে দেশ ও দেশের মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করতে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যান। শত্রুকে বিনাশ করতে এবং স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার কঠিন ব্রতে প্রস্তুতি নেন।

উদ্দীপকে আমরা পাই দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর নিকটাত্মীয় মির জাফর যখন দেশের স্বাধীনতা বিক্রি করতে অপকৌশল অবলম্বন করকে, সে সময় সিরাজউদ্দৌলা দেশের মানুষের জন্য যুদ্ধ করেন। প্রকৃত দেশপ্রেসিক ছিলেন তিনি। তাই দেশের স্বাধীনতাই তাঁর কাছে নবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল। । এই স্বাধীনতা রক্ষা করতেই তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি যেমন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য যুদ্ধ করেন, তেমনি কবিতার মেঘনাদও তার দেশের অস্তিত্ব রক্ষার্থে শত্রু লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তার যে দেশপ্রেম এবং সাহসিকতা তা আমরা সিরাজ চরিত্রের মধ্যেও দেখি। তাই বলতে পারি , উদ্দীপকের দেশপ্রেমিক সিরাজ কবিতার দেশপ্রেমিক মেঘনাদ চরিত্রকেই নির্দেশ করে।

ঘ) `যারা প্রকৃতই দেশপ্রেমিক, তারা দেশের তরে অকাতরে যুদ্ধ করেন` -- মন্তব্যটি উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে যথার্থ ।

`বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ` কবিতায় দেশপ্রেমিক মেঘনাদের অনন্য ও অসীম সাহসিকতা , দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। রাম-লক্ষ্মণ রাবণের লঙ্কাপুরী আক্রমণ করলে রাবণপুত্র মেঘনাদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেন। সেখানেই শত্রু লক্ষ্মণকে দেখতে পান।

মেঘনাদ বুঝতে পারেন ঘরের শত্রু বিভীষণ লক্ষ্মণকে মায়াদেবীর আনুকূল্যে
এখানে নিয়ে এসেছে। তারপরেও তিনি যুদ্ধের জন্য লক্ষ্মণের মুখোমুখি হন।
মেঘনাদ এমতাবস্থায় পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উদ্দীপকের সিরাজ উদ্দৌলা প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি দেশের জন্য , দেশের মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর দেশের স্বাধীনতা নিয়ে ষড়যন্ত্র করলে, তিনি স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে আমৃত্যু লড়াই করেন।

এভাবে আমরা পরিলক্ষণ করি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন। তারা জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কবিতার মেঘনাদ তাঁর দেশপ্রেমকে সুউচ্চ স্থান দিয়েছেন। তিনি দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে প্রাণপণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তেমনি উদ্দীপকের সিরাজউদ্দৌলাও তাঁর দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে অসীম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে আত্মকে উৎসর্গ করেন। তাই প্রকৃত দেশপ্রেমিকের বৈশিষ্ট্যই হলো দেশের জন্য যুদ্ধ করা যা আমরা উদ্দীপকের সিরাজউদ্দৌলা ও কবিতার মেঘনাদ চরিত্রের মাধ্যমে সমভাবে খুঁজে পাই।

##লেখস্বত্ব_রুহু_রুহেল
#নয়_ভাদ্র_১৪২৭
#তেইশ_আগস্ট_২০২০

Last modified: 2:40 pm